বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা, ২০০৮

১. প্রারম্ভিক।-

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করিবার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে সরকার বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা গ্রহণ করে।

(খ) বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সকলের নিকট ক্রয়ক্ষমতার (affordable) মধ্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের উপর ২০০০ সালে একটি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করে।

(গ) বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ। এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার কতিপয় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে, যেমনঃ- সরকারী সংস্থা এবং আইপিপি এর মাধ্যমে বৃহৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজন, বেসরকারী খাতে দ্রুত ও বাদ্ধগ্নবায়নযোগ্য ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সংগ্রহ উৎসাহিতকরণ।

২. উদ্দেশ্যাবলী।-

(ক) সরকারের উদ্দেশ্য হইল-

(অ) বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারী খাতের অধিক অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দেশের সীমিত প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ সংরক্ষণ করা; এবং

(আ) সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন করা।

(খ) সরকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের ক্ষেত্রে স্থানীয় বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আগ্রহী ও সচেষ্ট।

(গ) সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেঃ

(১) বেসরকারী খাতে বানিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং যাহা হইতে (অ) পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ট্যারিফ ধার্যের মাধ্যমে বৃহৎ ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা; এবং (আ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে;

(২) বিদ্যমান এবং নূতন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য পক্ষপাতহীনভাবে (non discriminatory) পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনসমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইবে;

(৩) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার মালিকানাধীন পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহকে Rehabilitate Own and Operate (ROO) কিংবা Rehabilitate Operate and Transfer (ROT) ভিত্তিতে পুনর্বাসন করা হইবে;

(৪) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার সহিত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে।

(ঘ) যেহেতু উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এক্ষণে, বিদ্যুৎ খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করিল। সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর হইবে।

প্রথম অধ্যায়

সংজ্ঞা

৩. সংজ্ঞা ।-

(ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই নীতিমালায়-

'আইপিপি'- অর্থ প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক (Independent Power Producer);

'আরওও' অর্থ একটি চুক্তি যাহার মাধ্যমে সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিদ্যমান পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের নিকট পুনর্বাসন, মালিকানা অর্জন এবং পরিচালনার জন্য স্থানান্তরিত হয়, যতদিন পর্যন্ত পরিচালনাকারী চুক্তির শর্ত প্রতিপালন করে;

'আরওটি'- অর্থ একটি চুক্তি যাহার মাধ্যমে সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিদ্যমান পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের নিকট পুনর্বাসন, পরিচালন এবং হস্তান্তর করিবার জন্য অর্পন করা হয় এবং মেয়াদান্তে যাহার আইনগত মালিকানা মূল মালিকের নিকট পুনরায় অর্পিত হইবে;

'ইনডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর' অর্থ একটি সংস্থা যাহা এই নীতিমালার ধারা ৭(ছ) এ বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে;

'এসপিভি' বলিতে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে বা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি পৃথক আইনী সংস্থাকে বোঝাইবে যাহা এই নীতিমালার অধীন আরওও এবং আরওটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে;

'কয়লা নীতি' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিতব্য বাংলাদেশ কয়লা নীতি;

'গ্রিড কোড' অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পিজিসিবি কর্তৃক গৃহীত কারিগরী মান;

'নির্ধারিত বাজার মূল্য' অর্থ এই নীতিমালার নীতি ৫(ঘ) অনুযায়ী নিরপেক্ষ মূল্যায়নকারী কর্তৃক নির্ধারিত পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহের বিদ্যমান সম্পদের বাজার মূল্য;

'পরিবেশ বিভাগ' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধীন পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থাপিত পরিবেশ বিভাগ;

'প্রাইভেট ইকোনোমিক জোনস' অর্থ বাংলাদেশ প্রাইভেট ইকোনোমিক জোনস এ্যাক্ট, ১৯৯৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহ;

'পিজিসিবি' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড;

'পিপিএ বা পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট' অর্থ এই নীতিমালার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ এবং সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি;

'পিপিপি বা সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব' অর্থ সরকারী খাত কর্তৃক ব্যবস্থাকৃত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকির অংশীদারিত্ব চুক্তি। এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্ব অথবা অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিবে, যেখানে বেসরকারী খাত সরকারী খাতের সহিত বিনিয়োগ করে এবং সরকারী খাত উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে;

'পিএসপিজিপি' প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি, ১৯৯৬;

'পিএসআই জি' অর্থ প্রাইভেট সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইড লাইন, ২০০৪;

'পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র' অর্থ বাংলাদেশ সরকার বা সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার অধীন বিদ্যমান সেই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেগুলি এই নীতিমালার নীতি ৫(গ) অনুযায়ী অনুমোদনের তারিখ হইতে পূর্ববর্তি তিন বছরের মধ্যে -

(১) অদক্ষভাবে পরিচালিত হইবার কারণে যেই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গড় হিট রেট, গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে ৩৫০০ কিলো ক্যালরি / কিঃ ওঃ ঘঃ, স্টীম টারবাইনের ক্ষেত্রে ৩২০০ কিলো ক্যালরি / কিঃ ওঃ ঘঃ এবং কম্বাইন্ড সাইকেলের ক্ষেত্রে ২৫০০ কিলো ক্যালরি/কিঃওঃ ঘঃ এর চেয়ে অধিক /অথবা

(২) প্লান্ট এভেইলেবেলিটি ৫০% এর চাইতে কম এবং/অথবা উহা চালু রাখিবার জন্য মেজর ওভারহোলিং বা পুনর্বাসন করা প্রয়োজন;

'বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী'-অর্থ অনাবাসী বাংলাদেশীসহ (বিনিয়োগ বোর্ড বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সংজ্ঞায়িত) বাংলাদেশী উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশের যে কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সরকারী খাতের বিদ্যুৎ কোম্পানীসমূহ। এইরূপ বিনিয়োগকারীগণ বিদেশী কোম্পানীর সহিত যৌথ উদ্যোগে চুক্তি (Joint venture Agreement) করিতে পারিবে;

'বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র' অর্থ এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ;

'বিইআরসি'-অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

'বিল্ড-ওন–অপারেট (বিওও)'- অর্থ একটি চুক্তিনামা যাহার মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারী একটি প্রকল্প ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং এইরূপ প্রকল্প বিনিয়োগকারীর নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্পিত হইবে;

'বিপিডিবি'-অর্থ Bangladesh Power Development Boards Order, 1972 (President's Order No.59 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Power Development Board;

'বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা' অর্থ বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধীনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা ;

'বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা' অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধীন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা ;

'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল;

'বেসরকারী বিনিয়োগকারী' অর্থে বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী বা বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী অথবা বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী কর্তৃক গঠিত যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

'বৃহৎ ক্রেতা' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত বৃহৎ ক্রেতাগণ;

'যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র'- অর্থ এই নীতিমালার অধ্যায়-৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ;

'রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল'- অর্থ Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 এ সংজ্ঞায়িত এবং উক্ত আইনের অধীন নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত অঞ্চল;

'সরকার'- অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

'সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থা' অর্থ সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ, যাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে- বিপিডিবি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, পিজিসিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, সাউথ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং এইরূপে গঠিত অন্যান্য বোর্ড, কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী এবং উহাদের উত্তরসুরী (Successor) এবং অন্যান্য সংস্থা যাহা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সহিত সম্পৃক্ত এবং যেখানে বাংলাদেশ সরকারের ৫০% এর অধিক অংশীদারিত্ব রহিয়াছে;

'সিপিপি বা ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট' অর্থ "পলিসি গাইড লাইনস ফর পাওয়ার পারচেজ ফ্রম ক্যাপটির পাওয়ার প্লান্ট,২০০৭ এ সংজ্ঞায়িত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট;

'হুইলিং অব পাওয়ার'- অর্থ এই নীতিমালার নীতি ৭ এর শর্ত মোতাবেক প্রযোজ্য হুইলিং চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংগ্রহ (evacuation), সঞ্চালন এবং বিতরণ করা;

(খ) উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ একবচন বা বহুবচন হোক, কিংবা ভবিষ্যৎ বা অতীত অর্থে ব্যবহৃত হোক না কেন, প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই নীতিমালায় ব্যবহৃত অর্থেই প্রয়োগ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪. বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।-

(ক) বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ এই নীতিমালার নীতি ১০(ক) এবং ১০(খ) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(খ) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ গ্রীডসংযোগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ কারিগরী মান বজায় রাখিবে।

(গ) এইরূপ বিনিয়োগকারীগণ উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য নিজস্ব ক্রেতা খুঁজিয়া লইবেন এবং বিদ্যুতের মূল্য ধার্য করিবার জন্য বৃহৎ ক্রেতাগণের সহিত স্বাধীনভাবে চুক্তি করিতে পারিবেন।

(ঘ) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলি, বিইআরসি এর অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রয়োজনে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহ হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু এইরূপ কোন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার অনুকূলে সরকার কর্তৃক কোনরূপ গ্যারান্টি (Guarantee) প্রদান করা হইবে না।

(ঙ) দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস দ্রুত নিঃশেষিত হইবার প্রেক্ষাপটে নূতন বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহ দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা, আমদানীকৃত গ্যাস, তরল জ্বালানী, কিংবা নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস সমূহ, যেমনঃ– সৌর, বায়ু, জল, জৈববস্তু, পৌর বর্জ্য এবং অন্যান্য উৎস সমূহের জ্বালানী ব্যবহারের উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ভর করিবে। বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়নকারীগণ তাহাদের নিজস্ব জ্বালানী এবং শক্তির উৎসের ব্যবস্থা করিবে।

(চ) ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার যেসব বিদ্যুৎ স্থাপনাকে জ্বালানী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে, সে সকল স্থাপনা ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহে জ্বালানী সরবরাহের জন্য সরকার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না অথবা কোন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী সরবরাহের জন্য সরবরাহকারীর অনুকূলে কোন প্রকার গ্যারান্টি প্রদান করিবে না।

(ছ) বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ ঃ-

(অ) এই নীতিমালার নীতি ৭ (ক) অনুযায়ী সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহকে হুইলিং চার্জ প্রদান করিবে;

(আ) পরিশিষ্ট ২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহকে সারচার্জ প্রদান করিবে; এবং

(ই) পরিশিষ্ট ২ অনুযায়ী বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব

৫. **সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (পিপিপি) এর মাধ্যমে পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের পুনর্বাসন ।-**

(ক) এই নীতিমালা এবং বাংলাদেশ এনর্জি রেগুলেটরী আইন, ২০০৩ এ বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ তাহাদের পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের নিকট আরওও বা আরওটি এর ভিত্তিতে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(খ) এইরূপ পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ আরওও বা আরওটি এর ভিত্তিতে প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার বোর্ডের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ প্রাইভেট সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইডলাইন, ২০০৪ অথবা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধীনে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উভয়ের বিধান অনুসারে পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য দরপত্র এবং কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্ব আহ্বান করিবে।

(ঘ) স্বাধীন নিরপেক্ষ মূল্য নির্ধারকের মাধ্যমে (যাহার এইরূপ বৃহৎ প্রকল্পের সম্পদের মূল্য নির্ধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ স্থাপনার সম্পদের বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবে। এই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যমান সম্পদের বাজার মূল্য নির্ণয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন সকল দরপত্র দাতাগণকে সরবরাহ করা হইবে।

(ঙ) সফল দরদাতাগণ কর্তৃক প্রারম্ভেই সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত মূল্য (Consideration Money) পরিশোধ করিতে হইবে অথবা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, ট্যারিফের বিপরীতে উক্ত নির্ণীত মূল্য সমন্বয় করা যাইবে।

(চ) পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন দায় নির্ণীত মূল্য বা ট্যারিফের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে।

(ছ) দরপত্রদাতাগণের প্রাক যোগ্যতা যাচাইকরণ এবং দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক সফলভাবে দরপত্র জমাদানের পর, দরদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ট্যারিফ আরওও অথবা আরওটি প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তি হইবে।

(জ) চুক্তি স্বাক্ষরের পর পিপিএ এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ আরওও অথবা আরও টি এর ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালনা করিবে।

(ঝ) (অ)বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ যদি পিপিএ এর বিধান অনুযায়ী প্রকল্প পুনর্বাসন এবং পরিচালনা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ আরওও কিংবা আরওটি চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে এবং (আ) চুক্তি অথবা আইনের আওতায় লোকসান, ক্ষয়ক্ষতি (damage) ও প্রদত্ত সুবিধাদির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

(ঞ) পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে কর্মরত দক্ষ কর্মচারীগণ আরওও কিংবা আরওটি প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য পিপিপি

৬. **যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্বের শর্তাবলী** ।-

(ক) বিওও এর ভিত্তিতে সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের সহিত যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্ব গঠন করিতে পারিবে। এইরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্পেশাল প্রজেক্ট ভেহিকল (এসপিভি) প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(খ) একটি যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্ব চুক্তি দলিলের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্ব প্রকল্পের শর্তাবলী নির্ধারিত হইবে।

(গ) বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনী দলিল (Legal Instrument) মোতাবেক এসপিভি এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হইবে।

(ঘ) এইরূপ যৌথ উদ্যোগে বা অংশীদারিত্বে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার বোর্ড এবং বিইআরসি এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ (Contributions) অর্থাৎ প্রকল্পভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অর্থমূল্য নিরূপিত হইবে এবং নগদ অর্থের সহিত, যদি থাকে, যুক্ত হইবে

এবং উহা যৌথ উদ্যোগ বা অংশীদারিত্বে সরকারী বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের শেয়ার নির্ধারণের ভিত্তি হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যুৎ সঞ্চালন (Wheeling of Power)

৭। **বিদ্যুৎ সঞ্চালন** ।-

(ক) বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত সঞ্চালন/বিতরণ হুইলিং চার্জ প্রাপ্তি সাপেক্ষে, পিজিসিবি এবং সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা তাহাদের বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং/অথবা বিতরণ অবকাঠামো যে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার ব্যবহারের জন্য পক্ষপাতহীনভাবে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করিবে।

(খ) নীতি ৭ (ক) এর অধীন সঞ্চালন এবং/অথবা বিতরণ অবকাঠামোসমূহ, প্রাপ্যতা বা পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে, আগে আসিলে আগে পাইবেন এই ভিত্তিতে উন্মুক্ত করা হইবে।

(গ) পর্যাপ্ত সঞ্চালন এবং বিতরণ সুবিধাসমূহের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত যে কোন বিরোধ বিইআরসি কর্তৃক মীমাংসা কিংবা বিচার করা হইবে এবং বিইআরসি পক্ষগণের আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত করিবার এবং নিষ্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(ঘ) উন্মুক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য প্রযোজ্য সঞ্চালন লোকসান (Transmission Loss) নির্ধারণের জন্য এতদসংক্রান্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রবিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

(ঙ) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পিজিসিবির কিংবা অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার সঞ্চালন লাইনের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত অনুমোদিত গ্রীড কোড অনুযায়ী নিজস্ব সঞ্চালন লাইন নির্মাণের জন্য বাধ্য থাকিবে।

(চ) বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ তাহাদের স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হইতে বৃহৎ ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত বিদ্যমান গ্রীড কোডের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে নিজস্ব সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করিতে পারিবে।

(ছ) ইনডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটরগণের নিম্নবর্ণিত দায়-দায়িত্ব থাকিবে ঃ

(অ) ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারের সহিত সমন্বয় রাখিয়া দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও পরিচালনা করা , এবং

(আ) বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের অসঙ্গতি এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্যহীনতা মোচন করা।

(জ) প্রাথমিকভাবে, পিজিসিবি ইনডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর হিসেবে কাজ করিবে, যতক্ষণ না এই নীতিমালার অধীন উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৫০০ মেঃ ওঃ হয়।

(ঝ) অতঃপর নূতনভাবে সৃষ্ট সংস্থা পিজিসিবির নিকট হইতে ইনডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটরের কার্যাবলী বুঝিয়া লইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিনিয়োগকারীগণের যোগ্যতা

৮. **যোগ্যতা।-**

ক) এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন কোন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের, প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতাসহ, নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে:

(অ) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রমানিত আর্থিক সামর্থ,

(আ) আইপিপি, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এসপিপি বা সিপিপির সমপর্যায়ের বা উচ্চতর ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার এবং বৃহৎ ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

(খ) এই নীতিমালার তৃতীয় অধ্যায়ের অধীনে আরওও / আরওটি প্রকল্পের জন্য আগ্রহী বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতাসহ, নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে:

(অ) কোন বৃহৎ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রমানিত আর্থিক সামর্থ,

(আ) আইপিপি, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এসপিপি বা সিপিপির সমপর্যায়ের বা উচ্চতর ক্ষমতার কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা,

(ই) কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসনের প্রমানিত অভিজ্ঞতা অথবা তৃতীয় পক্ষের সহিত কনসোর্টিয়াম গঠন করিয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত তৃতীয় পক্ষের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসনের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা।

(গ) এই নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন আগ্রহী বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতাসহ, নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে:

(অ) কোন বৃহৎ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রমানিত আর্থিক সামর্থ,

(আ) আইপিপি, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এসপিপি বা সিপিপি এর সমপর্যায়ের ক্ষমতার বা উচ্চতর ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত কনসোর্টিয়াম গঠন করিয়া থাকিলে উক্ত তৃতীয় পক্ষের আইপিপি, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এসপিপি বা সিপিপি এর ন্যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার পর্যাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ক্রয়, জ্বালানী সরবরাহ এবং সরকার কর্তৃক ভূমি ইজারা/ হস্তান্তর

৯. বিদ্যুৎ ক্রয়, জ্বালানী সরবরাহ এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভূমি ইজারা/ হস্তান্তর।-

(ক) সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ পিপিএ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়ের অধীন আরওও বা আরওটি প্রকল্প এবং চতুর্থ অধ্যায় এর অধীন যৌথ উদ্যোগে নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করিবে। এইক্ষেত্রে পিএসপিজিপি এর নীতি ৪ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(খ) এই নীতিমালার পরিশিষ্ট ২-১(খ) অধীন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, এই নীতি মালার ৯(ক) এর অধীনে যে কোন পিপিএ এর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) আরওও বা আরওটি প্রকল্পসমূহ বিদ্যমান জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধাদি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে এবং এইজন্য জ্বালানী সরবরাহ চুক্তি (Fuel Supply Agreement) স্বাক্ষরিত হইবে। পিপিএ বা জ্বালানী সরবরাহ চুক্তি এর মাধ্যমে জ্বালানীর স্পেসিফিকেশন নির্ধারন করা হইবে ।

(ঘ) এ নীতিমালার তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন আরওও বা আরওটি এবং চতুর্থ অধ্যায় এর অধীন যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের জন্য সরকার বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের নিকট অধিগ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্প ভূমি হস্তান্তও অথবা ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

লাইসেন্সিং, অনুমোদন বা ছাড়পত্র

১০. লাইসেন্সিং, অনুমোদন বা ছাড়পত্র।-

(ক) বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ, বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ বা, ক্ষেত্রমত, এসপিভি এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য, তৃতীয় অধ্যায়ের

অধীন আরওও বা আরওটি প্রকল্পের জন্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অধীনে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক হিসাবে (Independent Power Producer) বিইআরসির নিকট হইতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করিবেন।

(খ) এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ, তৃতীয় অধ্যায়ের অধীন আরওও বা আরওটি প্রকল্পসমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ, বাংলাদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারী কর্তৃক বা, ক্ষেত্রমত, এসপিভি কর্তৃক পরিবেশ দূষণ উপশমের উপায়সহ পরিবেশ প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিবেশ দপ্তরে জমা দিতে হবে এবং পরিবেশ বিষয়ক বা সম্পৃক্ত অন্যান্য আইন, বিধি ও প্রবিধি মানিয়া চলিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

সরকারী সহায়তা এবং আর্থিক উৎসাহ (Fiscal Incentives)

১১. সরকারী সহায়তা এবং আর্থিক উৎসাহ (Fiscal Incentives)।

(ক) এই নীতিমালার অধীন সকল প্রকল্প পিএসপিজিপি'র ধারা ৫ ও ৬ অনুসারে সকল প্রকার সরকারী সহায়তা ও আর্থিক উৎসাহ প্রাপ্তির যোগ্য হইবে।

(খ) সরকার বিদ্যমান আইন কানুন ও বিধি বিধানের আওতায় বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহকে জ্বালানী আমদানী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিবে।

(গ) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসসমূহ কয়লা নীতি অনুযায়ী কয়লা খনির উন্নয়ন এবং বিদ্যমান কয়লা খনি হইতে কয়লা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবে।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক, এই নীতিমালার অধীন সকল প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের এককভাবে প্রদত্ত ঋণের সীমা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে প্রত্যাহার বা শিথিল করিতে পারিবে।

(ঙ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, বাংলাদেশ সরকার বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের নিকট উপযুক্ত জমি ইজারা দিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

১২. অপ্রতিযোগিতা।-

এই নীতিমালার অধীনে বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণকে একটি যুক্তিসংগত মুনাফা (return) অর্জনের সুযোগ প্রদান করা হইবে। এই জন্য বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণ এবং বৃহৎ ক্রেতাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সরকারী খাতের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ বৃহৎ

ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের নিমিত্ত বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।

১৩. ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিধান।-

(ক) এই নীতিমালায় বর্ণিত নীতিসমূহের শিরোনাম কেবল সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা কোন নীতের ব্যাখ্যাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(খ) এই নীতিমালার কোন বিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হইলে, তৎসম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট ১

১. "বৃহৎ ক্রেতাগণ" অর্থে, নিম্নবর্ণিত ভোল্টেজ লেভেলে এবং লোড বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বৃহৎ শিল্প কারখানা, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, প্রাইভেট ইকনোমিক জোনস, হাইটেক পার্কস, বৃহৎ রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

(ক) যে সকল ক্রেতা ৩৩ কেভি অথবা উচচতর সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাদের সংযুক্ত লোড কমপক্ষে ৫ মেঃ ওঃ,

(খ) যে সকল ক্রেতা ৩৩ কেভি বা ১১ কেভি বিতরণ লাইনের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাদের সংযুক্ত লোড কমপক্ষে ১ মেঃ ওঃ,

(গ) নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পের ক্রেতার ক্ষেত্রে, যে সকল ক্রেতা ১১ কেভি বা ০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাদের সংযুক্ত লোড কমপক্ষে ১ কিঃ ওঃ।

পরিশিষ্ঠ - ২

১. এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায় এর অধীন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাকে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত ক্রস সাবসিডি সংকুলানের জন্য হুইলিং চার্জের সহিত সঞ্চালিত বিদ্যুতের মুল্যের উপর সারচার্জ প্রদান করিবে।

(খ) বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান স্থুল ট্যারিফ (Bulk Tariff) অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের ২০% সরকারী খাতে বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের নিকট বিক্রয় করিবে।

২. বিশেষ স্থানে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে, সরকার এই পরিশিষ্ঠে উল্লিখিত নীতি ১(খ) এর অধীনে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস বা বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৩. বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা আলোচনা সাপেক্ষে সরকার, সময়ে সময়ে, ১(ক) তে বর্ণিত সারচার্জ এবং ১(খ) তে বর্ণিত সরকারী খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নিকট বিক্রয়তব্য বিদ্যুতের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারিবে। চালু বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বিক্রয়তব্য বিদ্যুতের পরিমান বৃদ্ধির বিষয়টি বেসরকারী বিনিয়োগকারীর সহিত আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিতে হইবে।

- ঃ -